

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ

পরিপত্র নং- ০৬/২০২৪

তারিখঃ ০৩.০৬.২০২৪

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি

১. ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষিনির্ভর। দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির চলমান অগ্রযাত্রাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের কৃষিবান্ধব নীতিমালা ও উদ্যোগের ফলে দেশ এখন খাদ্য শস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষি খাতের উন্নয়নের কারণে দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের বিস্তৃত গ্রাম বাংলার জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠনে কৃষি খাত সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কৃষি খাতে পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের গাইড লাইন অনুযায়ী কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট স্বল্প সুদে ঋণ প্রবাহ পৌঁছাতে সহায়ক হবে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পল্লী অঞ্চলে গ্রামীণ অর্থায়নের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনেও এ নীতিমালা অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

২. কৃষি ঋণ বিতরণ পদ্ধতিঃ

২.১ ঋণ গ্রহীতা সনাক্তকরণঃ

কৃষি ঋণ গ্রহীতাকে অবশ্যই কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত প্রকৃত কৃষক হতে হবে। ঋণ আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র ও কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের ভিত্তিতে প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করা যাবে। কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের বিপরীতে ১০ টাকায় খোলা ব্যাংক হিসাবধারী কৃষকদের ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পাশ বইয়ের ভিত্তিতেই প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করা যাবে। জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড না থাকলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা স্থানীয় স্কুল/কলেজের প্রধান অথবা ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যক্তির প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতেও প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করা যাবে। কৃষি ঋণ বিতরণের পরিধি একই কৃষকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নতুন কৃষককে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতে হবে। যৌক্তিক বিবেচনায় একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তিকে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা যাবে। উল্লেখ্য, কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অভিভাবাসী ও অভিভাবাসী কর্মীর পরিবার (পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, ভাই ও বোন) কে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২.২ ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতাঃ

কৃষি কাজে নিয়োজিত প্রকৃত কৃষক কৃষি ঋণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এছাড়া পল্লী অঞ্চলে আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে জড়িতরাও সংশ্লিষ্ট খাতে কৃষি ও পল্লী ঋণ সুবিধা পেতে পারেন। ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক, বর্গাচাষি এবং অন্যান্য কৃষকদেরকে সহজ পদ্ধতিতে একক/দলবদ্ধভাবে কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে ঋণখেলাপি কৃষক কৃষি ঋণ পাবার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এছাড়া ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করতে হবেঃ

ক) বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে;

খ) ১৮ বছরের থেকে ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য।

গ) দেউলিয়া, মাদকাসক্ত, উম্মাদ ও জড় বুদ্ধিসম্পন্ন এমন ব্যক্তি ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য নন;

ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গ্রহণযোগ্য সিআইবি (CIB) তথ্য থাকতে হবে। তবে শস্য ও ফসল খাতে নতুন মঞ্জুরি বা বিদ্যমান ঋণ নবায়নের জন্য ২.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহের প্রয়োজন হবে না;

ঙ) ব্যাংকের পরিচালক, কর্মচারী অথবা তাদের পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের উক্ত ঋণ দেয়া যাবে না;

২.৩ আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাপ্তি স্বীকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ

ঋণ আবেদনকারীর বাৎসরিক প্রয়োজনীয় শস্য ঋণ ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য ঋণ এককালীন মঞ্জুর করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ফসলের মৌসুম শুরুর অন্তত ১৫ দিন পূর্বে ঋণ বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা কৃষকদের ফসল উৎপাদনের বাৎসরিক পরিকল্পনাসহ আবেদন গ্রহণ করবে। প্রয়োজনবোধে পরবর্তীতে কৃষকদের বাৎসরিক উৎপাদন পরিকল্পনায় যুক্তিযুক্ত পরিবর্তনের সুযোগ দেয়া যাবে। গ্রাহকদের আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করতে হবে। আবেদনপত্র পাওয়ার পর ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যৌক্তিকীকরণ এবং গ্রাহকের কোনো অভিযোগ থাকলে তা দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করতে হবে। বাতিলকৃত আবেদনপত্র বাতিলের কারণ উল্লেখপর্বক একটি ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন এবং ব্যাংকের নিজস্ব নিরীক্ষা দলের যাচাইয়ের জন্য ফাইলটি সংরক্ষণ করতে হবে।

২.৪ আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ ফি/চার্জঃ

কৃষকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১০ টাকা প্রাথমিক জমার বিনিময়ে কৃষকের নামে ব্যাংক হিসাব খোলা থাকলে উক্ত হিসাবে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ করা যাবে। অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গ্রাহক পর্যায়ে স্বল্পসুদে ঋণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য সকল প্রকার কৃষি ও পল্লী ঋণে নির্ধারিত সুদ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার চার্জ, প্রসেসিং/মনিটরিং ফি ইত্যাদি (যে নামেই অভিহিত করা হউক) ধার্য করা যাবে না। এছাড়া, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজ/পার্টনারশীপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফি/চার্জ ব্যতীত অন্য কোন ফি/চার্জ ধার্য করা যাবে না।

২.৫ কৃষি ঋণের সুদহারঃ

কৃষি ও পল্লী ঋণের সুদহার সর্বোচ্চ ৯% (পরিবর্তনশীল)।

২.৬ কৃষি ঋণের প্রধান খাত/উপখাতসমূহঃ

কৃষি ঋণ বিতরণে শস্য ও ফসল, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ-এই ৩টি খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এছাড়া, কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত “কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি” তে উল্লিখিত কৃষি খাত/উপখাতে স্বল্প মেয়াদি ও মেয়াদি কৃষি ঋণ বিতরণ করা যাবে। তবে কৃষিভিত্তিক কোন শিল্পখাতে বিতরণকৃত ঋণ এই নীতিমালা ও কর্মসূচি’র আওতাভুক্ত কৃষি ও পল্লী ঋণ বলে গণ্য হবে না।

২.৭ ঋণের সর্বোচ্চ সীমাঃ

“কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি” এর আওতায় ঋণের সর্বোচ্চ ঋণ সীমা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। পল্লী অঞ্চলে আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডের জন্য সর্বোচ্চ ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে। ব্যাংক-এমএফআই/এনজিও লিংকেজের আওতায় ঋণ বিতরণের সর্বোচ্চ সীমা ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা।

২.৮ ঋণের প্রকৃতি/ধরণ (Mode):

ক) চলতি মূলধন ঋণঃ

কক) প্রকল্প ঋণঃ কোন নির্দিষ্ট প্রকল্প স্থাপন এবং পরিচালনার জন্য প্রকল্প ঋণ প্রদান করা যাবে।

কখ) মেয়াদী ঋণঃ

i) স্বল্প মেয়াদী ঋণঃ এক বছর বা তার কম সময়ের জন্য অর্থাৎ সর্বোচ্চ বার মাস পর্যন্ত মেয়াদে প্রদানযোগ্য।

ii) মধ্য মেয়াদী ঋণঃ এক বছরের অধিক হতে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত মেয়াদে প্রদানযোগ্য।

iii) দীর্ঘ মেয়াদী ঋণঃ পাঁচ বছরের অধিক হতে সর্বোচ্চ বিশ বছর পর্যন্ত মেয়াদে প্রদানযোগ্য।

খ) চলতি মূলধন ঋণঃ ক্যাশ ক্রেডিট হাইপোথিকেশন (সিসি হাইপো) হিসাবে প্রদানযোগ্য। এই ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ বারো

মাস।

২.৯ সিআইবি রিপোর্টিং ও সিআইবি অনুসন্ধানঃ

এসিডি সার্কুলার লেটার-০২, তারিখঃ ০৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ মোতাবেক যে কোন অংকের বকেয়া ঋণের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো’তে (সিআইবি) রিপোর্ট করতে হবে। কোন ঋণ খেলাপি গ্রাহক যাতে কৃষি ঋণ না পান সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। তবে শস্য ও ফসল খাতে নতুন মঞ্জুরি বা বিদ্যমান ঋণ নবায়নের জন্য ২.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহের প্রয়োজন হবে না।

২.১০ জামানত

ক. ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়ক জামানত মুক্ত। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন পারিবারিক সদস্য এবং একজন ঋণ পরিশোধে সক্ষম পরিবারের বাইরের সদস্য জামিনদার গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য দুই জন স্বচ্ছল জামিনদারের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করতে হবে।

খ. ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক ঋণের ক্ষেত্রে এই নীতিমালার (৫) ধারা মোতাবেক সহায়ক জামানত বন্ধক গ্রহণ করতে হবে।

২.১১ এমএফআই/এনজিও লিংকেজের মাধ্যমে ঋণ বিতরণঃ

মাইক্রোক্রিডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক অনুমোদিত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের (এমএফআই) সাথে পার্টনারশীপের (ব্যাংক-এমএফআই/এনজিও লিংকেজ) ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে। এমএফআই/এনজিও-লিংকেজের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক এমএফআই/এনজিও এর অনুকূলে ঋণ অনুমোদন সাপেক্ষে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদিত হবে। এমএফআই/এনজিও ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াবলি বিবেচনা করতে হবে;

ক) এমআরএ কর্তৃক অনুমোদিত এমএফআই/এনজিও'র সাথে পার্টনারশীপের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পৌঁছানোর বিষয়টি এমআইএফ/এনজিও কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে এমএফআই/এনজিও কর্তৃক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে এবং এমএফআই/এনজিও বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য এবং রিপোর্ট অত্র ব্যাংকে সরবরাহ করবে। মাঠ পর্যায়ে ঋণ তদারকি এবং পর্যবেক্ষণে ব্যাংকের সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে।

খ) এমএফআই/এনজিও এর নিকট হতে ঋণের পরিমাণ, গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সম্ভাব্য আকার এবং ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদহার, প্রকল্প এলাকা (জেলা, উপজেলা) ইত্যাদি বিষয় উল্লেখপূর্বক একটি সুনির্দিষ্ট ঋণ প্রস্তাবনার ভিত্তিতে অর্থায়নের বিষয়ে বিবেচনা করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট মঞ্জুরিপত্র/চুক্তিপত্রে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

গ) সংশ্লিষ্ট এমএফআই/এনজিও'র সাথে পার্টনারশীপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রথমবার অর্থ ছাড়ের আবেদনের সময় ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, ঋণ ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদহার, প্রকল্প এলাকা (জেলা, উপজেলা) ইত্যাদি সম্বলিত তথ্য ব্যাংকে সরবরাহ করবে এবং পরবর্তীতে প্রতিবার পুনরায় অর্থ ছাড়ের আবেদনের ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত অর্থ প্রকৃতই কৃষির উৎপাদন এবং পল্লী অঞ্চলে আয়-উৎসারী খাতে ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে সরবরাহ করবে।

ঘ) কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে এমএফআই/এনজিও কর্তৃক কৃষক পর্যায়ে ক্রমহাসমান পদ্ধতিতে নমনীয় সুদ হার প্রয়োগ করতে হবে। এমএফআই/এনজিও সমূহের জন্য ব্যাংক হতে গৃহীত কৃষি ঋণ গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণের ক্ষেত্রে সুদহারের সর্বোচ্চ সীমা ও অন্যান্য নীতিমালা এমআরএ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

ঙ) ব্যাংক-এমএফআই/এনজিও লিংকেজের আওতায় এমএফআই কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ সম্পন্ন হওয়ার পর ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এমএফআই/এনজিও প্রদত্ত বিতরণকৃত সকল ঋণ গ্রহীতার তথ্য ও দলিলাদির সঠিকতা যাচাই করতে হবে এবং ঋণগ্রহীতাদের মধ্য হতে ন্যূনতম ১-২ শতাংশ গ্রাহকদের অনুকূলে বিতরণকৃত ঋণসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে। উক্ত পরিদর্শন কার্যক্রমের ভিত্তিতে পরিদর্শন প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে সরবরাহ করতে হবে। একাধিক এমএফআই/এনজিও এর জন্য পৃথকভাবে সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন সরবরাহ করতে হবে।

চ) ব্যাংক-এমএফআই/এনজিও লিংকেজের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ ব্যাংক কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনকরত পরিদর্শন প্রতিবেদন কৃষি ঋণ বিভাগে সরবরাহ করার পর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নমুনাভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। কোনো নির্দিষ্ট এমএফআই এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণসমূহ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনকৃত ঋণসমূহের মধ্যে গ্রহণযোগ্য ঋণের আনুপাতিক হার অনুযায়ী ব্যাংক-এমএফআই/এনজিও লিংকেজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অর্থবছরে বিতরণকৃত মোট ঋণ হতে গ্রহণযোগ্য ঋণের পরিমাণ হিসাবায়ন করা হবে।

ছ) ব্যাংক কর্তৃক এমএফআই/এনজিও বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত লেনদেনের বিস্তারিত তথ্য সফটওয়্যার ভিত্তিক ডাটাবেইজে সংরক্ষণের বিষয়টি ব্যাংক ও এমএফআই/এনজিও-কে নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া ব্যাংক-এমএফআই/এনজিও লিংকেজের আওতায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এমএফআই/এনজিও এর শাখাসমূহে ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি কম্পিউটারাইজড ডাটাবেইজে সংরক্ষণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও এমএফআই/এনজিও নিশ্চিত করবে। এমএফআই/এনজিও এর সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ বিতরণকৃত ঋণের তথ্য ও দালিলিক প্রমাণাদি ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের নিকট সরবরাহ করবে। বিতরণকৃত ঋণের সদ্যবহার সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত সংশ্লিষ্ট শাখায় সংরক্ষণ করবে,

যা অর্থায়নকারী ব্যাংক অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের নিকট তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের নিকট অর্থায়নকারী ব্যাংক অথবা এমএফআই এর সংশ্লিষ্ট শাখা ঋণ গ্রহীতার তথ্যাদি তাৎক্ষণিক সরবরাহ করতে সমর্থ না হলে সংশ্লিষ্ট শাখার বিতরণকৃত ঋণসমূহ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঋণের অংশ বিশেষ পরিদর্শন দলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

জ) ব্যাংক-এমএফআই/এনজিও লিংকজের আওতায় ঋণের ক্ষেত্রে ঋণের জামানতের ধারা ২.১০ প্রযোজ্য হবে না। এক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয়াবলী বিবেচনা করা যেতে পারে;

- i) ঋণের বিপরীতে ২০.০০ (বিশ) শতাংশ এফডিআর প্রচলিত হার সুদে (প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখার নিকট লিয়েন) প্রদান করতে হবে। যা প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা হতে যাচাইপূর্বক প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করতে হবে; অথবা
- ii) ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য সহজামানত বন্ধক গ্রহণ করতে হবে এবং সহজামানত এর বাজার মূল্য এবং ঋণের পরিমাণ ০.৫০;১.০০ এর কম হবে না; অথবা
- iii) ঋণের বিপরীতে ১০.০০ (দশ) শতাংশ এফডিআর (প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের নিকট লিয়েন) প্রদান করতে হবে যা প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা হতে যাচাইপূর্বক প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করতে হবে এবং সহজামানত বন্ধক গ্রহণ করতে হবে এবং সহজামানত এর বাজার মূল্য এবং ঋণের পরিমাণ ০.২৫;১.০০ এর কম হবে না।

ঝ) ব্যাংক-এমএফআই/এনজিও লিংকজের আওতায় ঋণ অনুমোদনের ক্ষমতা পরিচালনা পর্ষদের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

ঞ) ব্যাংক-এমএফআই/এনজিও লিংকজের আওতায় ঋণ প্রদান করতে এমএফআই/এনজিও এর যোগ্যতাঃ

- i) মাইক্রোক্রেডিট পরিচালনাকারী এনজিও যারা অনগ্রসর, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য মাইক্রোক্রেডিট বা ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনা করে তারা নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা সাপেক্ষে ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য হতে পারেন।
- ii) এনজিওটির আইনগত ভিত্তি থাকতে হবে অর্থাৎ যথাযথ নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ যেমন (সমাজসেবা অধিদপ্তর, রেজিস্টার অবজয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ, যুব অধিদপ্তর, এনজিও ব্যুরো ইত্যাদি) কর্তৃক নিবন্ধনকৃত হতে হবে।
- iii) নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত গঠনতন্ত্র থাকতে হবে।
- iv) অনুমোদিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হতে হবে।
- v) সংস্থার গঠনতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে বিত্তহীন, ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের আত্মকর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ন্যায্য সুদে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করার বিধান থাকতে হবে।
- vi) সংস্থাটি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে হবে। সরাসরি রাজনীতির সংগে জড়িত কোন ব্যক্তি কার্যনির্বাহী কমিটি, জেনারেল কমিটি বা অন্য কোন উপকমিটিতে সদস্য হিসাবে থাকতে পারবেন না।
- vii) এনজিওটির নির্বাহী কমিটির সদস্যগণকে সামাজিকভাবে সৎ, যোগ্য, সম্মানিত ও সামাজিকভাবে সুপরিচিত ব্যক্তি হতে হবে এবং মাইক্রোক্রেডিট পরিচালনার অঙ্গীকারাবদ্ধ (Commitment) থাকতে হবে। পাশাপাশি এতদবিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে।
- viii) নির্বাহী কমিটির সদস্যগণকে সংস্থায় নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমাজের নিকট গ্রহণীয় এবং আস্থাভাজন হতে হবে।
- ix) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোরামপূর্ণ সদস্যগণ প্রত্যেকে যৌথভাবে এবং আলাদাভাবে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি দিতে ইচ্ছুক হতে হবে। তাদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভূ-সম্পত্তির বিস্তারিত সিডিউল দাখিল করতে হবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে বিতরণকৃত ঋণ আদায় শাখা কর্তৃক নিশ্চিতকরণ করতে হবে।
- x) সংস্থার সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram) থাকতে হবে।
- xi) সংস্থার প্রধান নির্বাহীকে সার্বক্ষণিক হতে হবে এবং স্থায়ীভাবে কাজ করার মানসিকতা ও যোগ্যতা থাকতে হবে। স্থানীয় সংগঠনের বেলায় প্রধান নির্বাহীকে সার্বক্ষণিকভাবে কর্ম এলাকায় অবস্থান করতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর বাধ্যতামূলক।
- xii) কর্মসূচী বাস্তবায়নে সংস্থার প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিয়মিত ও সার্বক্ষণিক জনবল থাকতে হবে।
- xiii) এনজিও কার্যক্রম পরিচালনায় ও হিসাব রক্ষণে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল থাকতে হবে এবং স্বচ্ছ হিসাব খতিয়ান থাকতে হবে।
- xiv) নিবন্ধনের তারিখ হতে এনজিওটির কার্যকাল কমপক্ষে ৫ বছর হতে হবে এবং এর মধ্যে কমপক্ষে ৩ বছর সফলভাবে Micro Credit পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

- xv) পূর্বে প্রদত্ত মাইক্রো ক্রেডিট এর আদায় হার অনূন্য ৯০ শতাংশ হতে হবে, ঋণ আবেদনের সময়ে ডিম্যান্ড ভিত্তিক আদায় হার অনূন্য ৯৫ শতাংশ এবং সদস্য পর্যায়ে ১০০% থাকতে হবে।
- xvi) আবেদনকারী এনজিওটির মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (MRA) এর লাইসেন্স থাকতে হবে, মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী পরিচালনাকারী এনজিওদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং ভাল Track Record এর অধিকারী হতে হবে।
- xvii) মাইক্রো ক্রেডিট পরিচালনার জন্য অনুমোদিত গাইড লাইন (Manual) থাকতে হবে।
- xviii) এনজিও বা তার কোন নির্বাহী সদস্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট ঋণ খেলাপী হতে পারবেন না।
- xix) বৈদেশিক তহবিল ব্যবহারকারী এনজিও এর ক্ষেত্রে এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন থাকতে হবে।
- xx) মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার (সদস্য পর্যায়ে) উপর ঋণের সুদ হার, সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য চার্জ (যদি থাকে) MRA কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রযোজ্য হবে।
- xxi) বাংলাদেশ ব্যাংক/ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্তৃক অনুমোদন/সনদ প্রাপ্ত হতে হবে। অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়েছে এব্যাপারে প্রমান পত্রও গ্রহণযোগ্য হতে পারে।
- xxii) নির্বাহী কমিটির সকল সদস্যের এবং প্রতিষ্ঠানের ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট থাকতে হবে।
- xxiii) এনজিওর মালিকানাধীন সম্পত্তি থাকলে তার ফিরিস্তি/বর্ণনা দাখিল করতে হবে।

২.১২ ঋণ অনুমোদনের আর্থিক ক্ষমতাঃ

ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা/ অনুমোদন ক্ষমতা	টাকার পরিমাণ
পরিচালনা পর্যদ	৫০,০০,০০১ টাকা থেকে উর্দ্ধে
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	৩০,০০,০০১ টাকা থেকে ৫০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক	২০,০০,০০১ টাকা থেকে ৩০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত
সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক	১০,০০,০০১ টাকা থেকে ২০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত
সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান	৫,০০,০০১ টাকা থেকে ১০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত
অঞ্চল প্রধান	৫০,০০১ টাকা থেকে ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত
শাখা ব্যবস্থাপক	১০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত

উল্লেখ্য যে, ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুপস্থিতিজনিত কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঋণ মঞ্জুরী করবেন।

২.১৩ ঋণের চার্জ ডকুমেন্টঃ

১. ডিপি নোট (১০০ টাকার স্ট্যাম্প/সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক);
২. ডিপি নোট ডেলিভারী লেটার- (স্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই);
৩. প্রকল্প/ প্রতিষ্ঠানের সকল অস্থাবর সম্পত্তি/মালামাল ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশনে রাখার জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হাইপোথিকেশন ডিড-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ স্ট্যাম্পযুক্ত;
৪. তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ স্ট্যাম্পযুক্ত;
৫. Letter of disbursement- (স্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই);
৬. Letter of arrangement- (স্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই);
৭. Memorandum of cheque- (স্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই);
৮. ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণ গ্রহণে সম্মত আছে এ মর্মে ঋণগ্রহীতার সম্মতিপত্র (Letter of consent) নিতে হবে;
৯. Balance confirmation certificate (স্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই);
১০. Letter of continuity-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ স্ট্যাম্পযুক্ত (কেবলমাত্র ক্যাশ ক্রেডিট হাইপোথিকেশন ঋণের ক্ষেত্রে)।

৩. অন্যান্য নিয়মাবলীঃ

- ক. মৎস্য, পশু সম্পদ, কুটির/হস্ত শিল্পের জন্য সরঞ্জামাদি, খামারের আসবাবপত্র এবং উৎপাদিত/উৎপাদিতব্য ঋণের বিপরীতে দায়বদ্ধ (হাইপোথিকেশন) থাকবে।
- খ. ঋণ আবেদনপত্রের সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে তোলা ঋণ গ্রহীতার পাসপোর্ট আকারে সত্যায়িত ২ (দুই)কপি ছবি গ্রহণ করতে হবে।
- গ. ঋণ আবেদনপত্রের সঙ্গে জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি গ্রহণ করতে হবে।
- ঘ. অভিজ্ঞ উদ্যোক্তা/ঋণ আবেদনকারীর নিজস্ব জমি না থাকলে যে জমিতে খামার স্থাপন করা হবে বা তৃতীয় পক্ষের (বাবা, মা, ভাই, বোন, স্বশুর, শাশুড়ি, শ্যালক, শ্যালিকা অথবা নিকট আত্মীয়) সম্পত্তি প্রচলিত নিয়মে ব্যাংকে বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ঙ. বন্ধকীতব্য সম্পত্তির মূল দলিলসহ যাবতীয় কাগজপত্রাদি এবং ব্যাংক তালিকাভুক্ত আইনজীবীর মতামত গ্রহণ করতে হবে। উক্ত বন্ধকী কার্যাদি সম্পন্ন করার পর প্রয়োজনীয় দলিলাদি শাখা সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করবে। সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ঋণ মঞ্জুরী পত্রে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালন পূর্বক প্রধান কার্যালয়কে নিশ্চিতপত্র প্রেরণ করবে। শর্তাবলী পুরোপুরিভাবে পরিপালন ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা বিতরণ করা যাবে না।
- চ. সৌরশক্তি ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ঋণ কর্মসূচী ৫০,০০০/- পর্যন্ত ঋণ সীমা জামানতমুক্ত। তবে এলাকার সম্মানিত/সুশিক্ষিত ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য তৃতীয় ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ গ্যারান্টির বিপরীতে জামিনদাতা থাকবেন। ৫০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে ঋণসীমা কাভার করে সহায়ক জামানত নিতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই ঋণের টাকায় স্থাপনকৃত প্ল্যান্টের সরঞ্জামাদি ব্যাংকের অনুকূলে হাইপোথিকেশন থাকবে।
- ছ. “কৃষি উপকরণ ও সহায়তা কার্ড” একজন কৃষকের পরিচয় বহন করে ফলে একজন কৃষকের “কৃষি উপকরণ ও সহায়তা কার্ড” প্রদর্শন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উক্ত কার্ড এর সত্যায়িত ফটোকপি জমা প্রদান করতে হবে অথবা প্রকৃত কৃষক মর্মে উপজেলা কৃষি অফিস হতে গৃহীত সনদপত্র প্রদান করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- জ. বাংকের প্রচলিত চার্জ ফরম গ্রহণ করতে হবে।
- ঝ. সিটিকর্পোরেশন/পৌরসভা/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ/যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রকল্প/খামার স্থাপনে অনাপত্তিপত্র গ্রহণ করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ঞ. অভিজ্ঞতা/প্রশিক্ষণের সনদপত্র, চারিত্রিক এবং জাতীয়তা সনদপত্র গ্রহণ করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ট. কোম্পানীর ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন, আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোম্পানীর রেজুলেশন গ্রহণ করতে হবে। কোম্পানীর সম্পদ কোম্পানী সমূহের নিবন্ধকের সহিত ব্যাংকের অনুকূলে ১ম চার্জ নিবন্ধীকৃত হতে হবে। প্রত্যেক পরিচালকের নিকট থেকে ব্যক্তিগত জামিননামা গ্রহণ করতে হবে।
- ঠ. অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে রেজিষ্টার্ড অংশীদারিত্ব দলিল/চুক্তিপত্র গ্রহণ করতে হবে।
- ড. ঋণ গ্রহীতা/জামিনদাতার বিদ্যুৎ বিলের কপি দিতে হবে।

৪. ঋণের তদারকিঃ

- ক. বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা, জোনাল অফিস নিবিড়ভাবে তদারকি বহাল রাখতে হবে। শাখাসমূহের ঋণ বিতরণ কার্যক্রম জোনাল অফিস হতে মাসিক ভিত্তিতে মনিটরিং করতে হবে।
- খ. কোন ঋণ গ্রহীতাকে অনুমোদিত ঋণ খাতের বাহিরে নর্মসের অতিরিক্ত ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঋণ প্রদান না করার ব্যাপারে এবং প্রদত্ত ঋণ সুষ্ঠুভাবে আদায়কল্পে সংশ্লিষ্ট জোনাল প্রধানের যথাযথ মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।
- গ. সকল প্রকার কৃষি/পল্লী ঋণের সার্টিফিকেট মোকদ্দমার/অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবরণী যথাসময়ে নিয়ম মাসিক অত্র বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
- ঘ. ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী শাখা সমূহের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে ব্যাংকের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- ঙ. জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ, ছাগল পালন ঋণ, বৃক্ষরোপণ ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে যে সকল অনিয়ম সংঘটিত হতে পারে যেমন, এক খাতে বিতরণকৃত ঋণের টাকা অন্য খাতে ব্যবহারের বা আদৌ ব্যবহার না করার অভিযোগ, নর্মস বেশী

বিতরণ, বরাদ্দ তহবিল এর চেয়ে উদ্ধৃত বা বেশী ঋণ বিতরণ, সঠিক আবেদনপত্র, চার্জ ফরম, ঋণ গ্রহীতার ছবি, সার্ভে ইত্যাদির ঘাটতির বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া।

- চ. ভবিষ্যতে অঞ্চলাধীন শাখাসমূহে ঋণ বিতরণে যাতে কোন ধরনের অনিয়ম সৃষ্টি না হয় সে দিকে সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার পরামর্শ দেয়া হলো। বিশেষ করে ভুয়া বা জাল স্বাক্ষরের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রমানীত হলে তাৎক্ষনিকভাবে প্রশাসনিক বিহীত ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য জোনাল ম্যানেজার/বিভাগীয় প্রধানদেরকে পরামর্শ প্রদান করা হলো।
- ছ. গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী শাখার উপর ন্যস্ত থাকবে।
- জ. সার্টিফিকেট মামলায় দাবীকৃত টাকা আদায়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও মামলা তদারকীর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ পরিপালন করতে হবেঃ

- i. The public Demand Recovery Act 1913 এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসারের আদালতে দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মামলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাংক/শাখা কর্তৃক তদারকি না থাকায় অর্থাৎ মামলা ধার্য তারিখে ব্যাংকের কোন উপযুক্ত প্রতিনিধি আদালতে হাজির হয়ে মামলা কার্যক্রমে সহযোগিতা না করায় খেলাপী ঋণ আদায় এবং মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে না। দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্যাংকের উপযুক্ত প্রতিনিধি মামলা ধার্য তারিখে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা।
- ii. তামাদি ঋণসমূহ নিয়মিতকরণপূর্বক আপোষরফা/সমঝোতা(সোলেনামা) এর মাধ্যমে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার বা নিষ্পত্তি করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- iii. অনাদায়ী ঋণ তামাদি হওয়ার পূর্বে চিহ্নিত করে সহজ কিস্তি আদায়ের মাধ্যমে ঋণ নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা, সার্টিফিকেট মামলা এড়ানোর লক্ষ্যে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের সম্মতিতে অনাদায়ী ঋণসমূহ Balance Confirmation Certifite, Token Money গ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে ঋণ তামাদি হওয়া প্রতিবিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে ভবিষ্যতে সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা কোনক্রমেই বৃদ্ধি না পায়।

৫. জামানত হিসাবে জমি/বাড়ি বা সম্পত্তি বন্ধকীকরণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী পরিপালন করতে হবেঃ

- ক. বন্ধকী সম্পত্তির তাৎক্ষনিক বিক্রয়মূল্য এবং ঋণের পরিমাণের মূল্য সর্বোচ্চ অনুপাত ১.৫:১। শাখা ব্যবস্থাপক এবং আঞ্চলিক প্রধান যৌথভাবে জমির সঠিকতা যাচাইপূর্বক বর্তমান বাজার মূল্য ও তাৎক্ষনিক বিক্রয়মূল্য উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদন প্রদান করবেন।
- খ. বন্ধকী সম্পত্তির চেইন অব ডকুমেন্টস সঠিক এবং জমির মালিকের উপযুক্ত মালিকানা সত্ত্ব রয়েছে মর্মে ব্যাংকের প্যানেল আইনজীবীর আইনগত মতামত গ্রহণ করতে হবে।
- গ. বন্ধকী সম্পত্তির চেইন অব ডকুমেন্টস এর সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজপত্র গ্রহণপূর্বক ব্যাংকের নিকট রক্ষিত থাকবে এবং ব্যাংক শাখা নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করবে এবং সকল কাগজপত্র মালিক কর্তৃক হালনাগাদপূর্বক সংরক্ষণ করবে;
- ক. জমির মূল দলিল;
- খ. জমির মূল খারিজ খতিয়ান (মিউটেশন);
- গ. জমির মূল খাজনা রশিদ (হাল সনের), ঋণ নবায়নের ক্ষেত্রে প্রতি বছর হাল খাজনা রশিদ গ্রহণ ব্যতিরেকে নবায়ন করা যাবে না, মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে প্রতি বছর হাল খাজনা রশিদ গ্রহণ করতে হবে;
- ঘ. এসএ খতিয়ান, আরএস/বিআরএস খতিয়ান, বিএস খতিয়ান
- ঙ. এসএ খতিয়ানের মালিকানা হতে বর্তমান মালিকানা পর্যন্ত জমির মালিকানার স্বপক্ষে বায়া দলিলের সার্টিফাইড কপি অথবা মূল কপি;
- চ. উপরোক্ত কাগজপত্রাদি সঠিক পাওয়া সাপেক্ষে অত্র ব্যাংক শাখার মনোনীত প্যানেল আইনজীবী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Mortgage Deed এবং Power of Attorney সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার অফিসে রেজিস্ট্রি সম্পাদনপূর্বক প্যানেল আইনজীবী এর নিকট হতে Satisfaction Certificate গ্রহণ সাপেক্ষে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

ছ. ঋণের সমুদয় পাওনা পরিশোধ সাপেক্ষে ঋণ গ্রহিতার আবেদনের প্রেক্ষিতে, ঋণ গ্রহিতার খরচায় Redemption Deed এবং তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদন করা যেতে পারে।

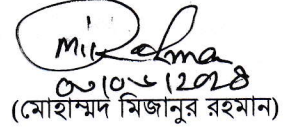
জ. Mortgage Deed এবং Power of Attorney সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার অফিসে রেজিস্ট্রি সম্পাদন করার পর মূল রেজিস্ট্রি স্লিপ (বন্ধকদাতা কর্তৃক ছাড়কৃত) ব্যাংক শাখার হেফাজতে থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রি অফিসে যোগাযোগপূর্বক মূল Mortgage Deed এবং Power of Attorney উত্তোলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঝ. Mortgage Deed এবং Power of Attorney সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার অফিসে রেজিস্ট্রি সম্পাদন করার পর সার্টিফাইড কপি উত্তোলনপূর্বক মূল রেজিস্ট্রি স্লিপসহ ব্যাংক শাখার হেফাজতে থাকবে।

৬. অত্র ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ এর আওতায় মৎস্য চাষ (পাশাস মাছ, কার্প জাতীয় মাছ, থাই সরপুটি, তেলাপিয়া/নাইলোটিকা, পোনা পরিপালন, কৈ/শিং/মাগুর/পাবদা/গুলসা), মুরগী পালন (ব্রয়লার, লেয়ার ও টার্কি), গাভী পালন/দুগ্ধ খামার স্থাপন, গরু মোটাতাজাকরণ, ভেড়া/ছাগল পালন খামার স্থাপন এবং নেপিয়ার ঘাস উৎপাদনে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতিবছর প্রদত্ত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী সকল নিয়মাবলি পরিপালনপূর্বক ঋণ প্রদান করতে হবে।



মোঃ শাহিদুর রহমান
উপমহাব্যবস্থাপক
ও বিভাগীয় প্রধান
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ



মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
মহাব্যবস্থাপক
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।